তারিখ 11 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

আমি এখন অনেক সতর্ক : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপকে ট্রাস্টে রূপান্তর করা হবে

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সতর্ক তিনি। সরকার পরিবর্তন হলেও কেউ যেন দেশে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য দেওয়া ফেলোশিপ বন্ধ করতে না পারে সে লক্ষ্যে সরকার বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপকে একটি ট্রাস্টে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের মধ্যে বিশেষ অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এর আগে উন্নয়নের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ পরে বিএনপি আমলে বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, যখন সকলে বিদেশে গিয়ে গবেষণা করছে, ঠিক ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আর তা হবে না। সে জন্য আমরা যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ দিচ্ছি; সেটা ট্রাস্ট করে দেব।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এখন আমি অনেক সতর্ক। কারণ আমার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬
ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২

আমি এখন অনেক সতর্ক : প্রধানমন্ত্রী

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিজ্ঞতা আছে, যে ভালো কাজ করে গেলেও পরে যদি সরকার পরিবর্তন হয় এবং সে সরকার যদি তাদের দেশপ্রেম না থাকে...দেশের মানুষের প্রতি যদি তাদের কোনো দায়িত্ববোধ না থাকে, তাহলে যেকোনো সময় যেকোনো কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।'

দেশপ্রেমের শক্তিতেই পদ্মা সেতু নিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কিন্তু নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। আমি মনে করি বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট। আগে যারা বাংলাদেশকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত আর মনে করত বাংলাদেশ খালি ভিক্ষা চেয়ে চলবে, এখন তারা দেখছে না, বাংলাদেশ তা নয়। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী দেশ। আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। যেমন পদ্মা সেতু নিয়ে যে ষড়যন্ত্র; আমাকে, আমার পরিবারকে দুর্নীতিবাজ বানানোর চেষ্টা, আমার দেশকে হেয় করার চেষ্টা। আমি যখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম, সেখানে দুর্নীতির কোনো কিছু তো তারা দেখাতে পারল না।'

বাংলাদেশকে একটা শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখানে যে জ্বালাও-পোড়াও, মানুষ হত্যা, ছাত্রছাত্রী কলেজ-স্কুলে যেতে পারবে না অথবা বোমা হামলার শিকার হবে, শিশুদের হত্যা করা হবে—এই দৃশ্য আমরা দেখতে চাই না। বাংলাদেশের কেউ এটা চায় না। সবাই নিরাপদে চলবে, সুন্দরভাবে বাঁচবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে, উন্নত জীবন ধারণ করবে—সেটাই আমাদের লক্ষ্য।'

প্রযুক্তির বিকাশের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে বিশ্বটা কিন্তু এখন হাতের মুঠোয়।' বাংলাদেশের প্রজন্মকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তিতে সরকারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরেন তিনি। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চা ও খেলাধুলাতেও শিক্ষার্থীদের মন দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মেধা থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আমরা সেটাই করছি।'

শিক্ষাকে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী জানান, শিক্ষাকে তাঁর সরকার আরো যুগোপযোগী করতে চায়। আর্থিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্বের কাছে আজ বাংলাদেশ বিস্ময়। এ প্রবৃদ্ধি কোনো যাদুবলে হয়নি। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ, মমত্ববোধ ও ভালোবাসা থাকলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বিশেষায়িত জ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছি আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি হোক, দেশ আরো এগিয়ে যাক, সেই প্রত্যাশাই করছি।'

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. আ ফ ম রুহুল হক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সিরাজুল হক খান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে এ বছর ৫০ জন এমএস, ১৬০ জন পিএইচডি, ১১ জন পোস্ট ডক্টোরাল স্টুডেন্ট এবং গবেষককে দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা-গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।